৭/৮/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক ইনকিলাব

পাস করেও ফেল দায়দায়িত্ব কার?

ফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালে
নতুন নিয়মের কারণে সম্প্রতি প্রকাশি
অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় এবার অসং
ছাত্র-ছাত্রী পাস করেও ফেল করেছে। স
বিষয়ে পাস করলেও এসব ছাত্র-ছাত্রী
ভাইভ্যায় (মৌখিক পরীক্ষায়) ২০-এর নীচে
নম্বর থাকায় তাদের ফেল ঘোষণা কর
হয়েছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কলেজ
কর্তৃপক্ষের সাথে এই 'ফেল' করা ছাত্র-ছাত্রী
ও তাদের অভিভাবকদের ব্যাপক কোন্দল
সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা

পাস করেও ফেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের দুষছেন, আর কলেজগুলো দুষছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। এ নিয়ে এখন চলছে দু'পক্ষের ঠেলাঠেলি। মাঝখানে মাসুল দিচ্ছে নির্দোষ ছাত্র-ছাত্রীরা।

ইতিপূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে ভাইভ্যায় ৫০ নম্বরের মধ্যে ১৭ পেলেই পাস ধরা হতো। কিন্তু এবার ভাইভ্যায় পাস নম্বর ৪০% হারে ন্যূনতম ২০ ধার্য করা হয়। অথচ এই নতুন নিয়ম সম্পর্কে তেমন কোন প্রচার-প্রচারণা না চালানোর কারণে এবং বহু কলেজে ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের কাছে এ বিষয়ে ঐ সার্কুলার না পাঠানোর ফলে পরীক্ষক হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষকরাও তা জানতে পারেননি। পরীক্ষকরা ভাইভ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেককেই পাস নম্বর হিসেবে ১৭, ১৮ কিংবা ১৯ দিয়েছেন। কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হবার পর দেখা গেছে, এসব পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। পরে খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারেন, ভাইভ্যায় ২০-এর নীচে নম্বর দেয়ায় তারা ফেল করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকরা জানান, পাস নম্বর যে ন্যূনতম ২০ করা হয়েছে তা তাদের জানা নেই। তারা এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সার্কুলার পাননি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষও তাদের কোন নির্দেশনা দেননি। এতে পাস নম্বর ১৭ ধরেই তারা নম্বর দিয়েছেন এবং যারা ১৭ বা তার ওপরে নম্বর পেয়েছে তাদের সবাইকেই পাস হিসেবে ধরতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০-এর নীচে নম্বরপ্রাপ্তদের পাস বলে গণ্য করেনি এবং এখন এই নম্বর পরিবর্তনেরও কোন সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে। তারা জানান, বিষয়টি সিলেবাসে স্পষ্ট করে উল্লেখ রয়েছে। যদিও অন্যান্য বিষয়ে পাস নম্বর এখনো শতকরা ৩৩ বহাল রয়েছে, কিন্তু ভাইভ্যায় পাস নম্বর ৪০% করায় এবং বিষয়টি বহু শিক্ষক ও পরীক্ষক জানতে না পারায় এখন মাসুল দিতে হচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। পাস করেও শিক্ষক-পরীক্ষকদের ভুলে তাদের ফেলের খাতায় নাম উঠছে। যদিও শিকক্ষরা এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই অভিযুক্ত করে বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সময় মতো বিষয়টি না জানানোর ফলে এ বিপত্তি ঘটেছে।

তাছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে পাস নম্বর ৩৩ রেখে কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় (ভাইভ্যায়) পাস নম্বর ৪০% হিসেবে ২০ ধার্য করায়ও তারা সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষায় কেউ কখনো ভাইভ্যায় ফেল করে না এবং শিক্ষকরাও কাউকে এ পরীক্ষায় ফেল করান না। কিন্তু এবার অনার্স পরীক্ষায় ভাইভ্যাতেই অধিক সংখ্যক ফেল করেছে। রাজধানীর বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজে এবারের বাংলা অনার্স পরীক্ষায় ২৫ জনই এভাবে ভাইভ্যায় ফেল করেছে। বিষয়টি নিয়ে এখন কলেজে তোলপাড় চলছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ফলাফল সংশোধনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন সাড়া দিচ্ছে না। অন্যান্য বেশ কিছু কলেজেও একই অবস্থা চলছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং হতাশা বিরাজ করছে। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন নিয়মের শিকার হয়ে বিনা দোষে মাসুল দিচ্ছে। তাদের শিক্ষা জীবন থেকে একটি বছর এর ফলে অনর্থক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর দায়দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না।